খুনি জিয়াউর রহমান গণতন্ত্রণকে ছিনতাই করেছিল–বিএম মোজাম্মেল হক

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের খুলনা বিভাগীয় সম্পাদক বিএম মোজাম্মেল হক বলেছেন, বিদেশী শাষকরা বাংলাকে বার বার শাসন ও লুন্ঠন করেছে। বৃটিশ ও তাদের পূর্বের বিদেশীদের শাসন ও শোষণের যাতাকলে বাঙালিরা নির্যাতিত হয়েছে।

এখানকার মানুষের সুখ, নিরাপত্তা বিঘ্নিত করেছিলো। এখানকার মানুষের গোলা ভরা ধান থাকতো। গোয়াল ভরা গরু থাকতো। নিরাপদে সুন্দর জীবন যাপন করতো। এই সব আমাদের পূর্বশুরিরা তাদের সেই গৌরব গাঁথাকে হারিয়ে ফেলেছিল। এই বাঙালি জাতীকে নি:স্ব করে ফেলেছিল। এখানকার মানুষ প্রতিনিয়ত দারিদ্রতা অনাহারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল এই বাংলা এবং বাংলার সন্তানরা।

তাই শেখ মুজিব অঙ্গীকার করেছিল এই বাংলাকে মুক্ত করে আমাদের ভাগ্যকে প্রতিষ্ঠিত করবো। সেই স্বপ্নকে ধারণ করে বঙ্গবন্ধু লড়াই ও সংগ্রাম করেছেন। বারবার কারাবরণ করেছেন। জাতীকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন।

গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিল উপলক্ষে গাংনী পাইলট স্কুল এন্ড কলেজ মাঠে আয়োজিত বিশাল সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের খুলনা বিভাগীয় সাংগাঠনিক সম্পাদক বিএম মোজাম্মেল হক এসব কথা বলেন।

গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই বিশাল সমাবেশে প্রধান উদ্বোধক ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন দোদুল এমপি।
বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাহী সদস্য পারভীন জামান কল্পনা, গ্লোরিয়া সরকার ঝর্ণা এমপি।

এছাড়া বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক এমপি জয়নাল আবেদীন ও প্রফেসর আব্দুল মান্নান, মেহেরপুর-২ গাংনী আসনের সাবেক এমপি

মকবুল হোসেন, গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা, গাংনী পৌর আওয়ামী লীগের সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবু।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএম মোজাম্মেল হক আরো বলেন, তুমি কে আমি কে বাঙালি বাঙালি, তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা মেঘনা যমুনা। এই ম্লোগানে ঐক্যবদ্ধ করে বঙ্গবন্ধু ১৯৭০ এর নির্বাচনে এই বাংলাদেশের মানুষ বঙ্গবন্ধুর মনোনিত প্রার্থীদের ভোট দিয়ে নিরুঙ্কুশ সংখ্যাগোরিষ্ঠতা দিয়েছিলেন।

অবশেষে বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখেছিলেন বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভোম বাংলাদেশ হবে। যে বাংলাদেশ বাঙালিরা আত্মনিয়ন্ত্রণ করবে এবং সুখি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ হবে। ত্রিশ লক্ষ শহীদ ও দুই লক্ষ মা বোনের ইজ্জতের বিনিময় আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। এদেশের কৃষক শ্রমিক ক্ষেত মজুর, জেলে, তাঁতী, হিন্দু, মুসলমান, বৈদ্ধ, খ্রীষ্টান ঐক্যবদ্ধ হয়ে খালি হাতে বাশের লাঠি নিয়ে রক্ত দিলো।

লক্ষ ছিল আমরা পেট পুরে ভাত খাবো, আমাদের পরনে কাপড় থাকবে, নিজেদের একটি বাসস্থান থাকবে। আমাদের ছেলে মেয়েরা লেখাপড়া শিখবে। সে লক্ষ নিয়ে আমাদের পুর্বশুরিরা লড়াই করেছেন যুদ্ধ করে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন। বঙ্গবন্ধু নির্দেশ দিয়েছেন আমি যদি হুকুম দেবার না পারি, তোমাদের যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করবে।

২৫ মার্চের দিবাগত রাতের ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু বললেন এটিই আমার শেষ ম্যাসেজ। শত্রুর শেষ সৈন্যটি নিশ্চিহৃ না করা পর্যন্ত তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। এই আহবানে সমগ্র জাতি মুক্তযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়লো। লড়াই সংগ্রাম করে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনলো। বাংলাদেশের মানুষের র্অর্থনৈতিক মুক্তি, রাজনৈতিক মুক্তি, সামজিক মুক্তি।

সেই মুক্তির লক্ষে যখন কাজ করলেন তখন ৭৫ এর ১৫ আগষ্ট একাত্তরের পরাজিত শক্তি যারা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতা করেছিল, আল বদর, আল সামস, যারা পাকিস্থানী হানাদারদের সহযোগীতা করেছিল তাদের দোষররা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করলো। এদিকে নব্য পাকিস্থানী দালাল খুনি মুস্তাক ও খুনি জিয়ার উত্থ্যান হলো।

পাকিস্থানের কবর রচনার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়েছিল। বাংলাদেশের মুল নীতি সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ, সেই বাংলাদেশ একটি শোষনমুক্ত বাংলাদেশ খুনি জিয়া

ক্ষমতায় আসার পর সেগুলো পদদলিত করে জাতীয়তাবাদকে বিকৃত করা হলো। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মুল্যবোধ সেটিকে বিলুপ্ত করা হয়। গণতন্ত্রকে ছিনতাই করা হলো। খুনি জিয়াউর রহমান গণতন্ত্রণকে ছিনতাই করেছিল।

উর্দি পরে একদিকে জেনারেল, সেনাবাহিনীর প্রধান অন্যদিকে রাষ্ট্রপতি। ১৯৭৯ সালের মে মাসে না এর বাকস উপুড় করে হা বাকস চিৎ করে রেখে ভোট দিয়ে গণতন্ত্রের কবর রচনা করলেন জিয়াউর রহমান। ধর্মনিরপেক্ষতা কবর রচনা করে একটি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র বানালেন জিয়াউর রহমান।

বঙ্গবন্ধুর হত্যা ও জাতীয় নেতা হত্যার বিচার করা যাবেনা সেটিকে আইনে পরিণত করে ইন্ডিমেনিটি অধ্যাদেশ চালু করেছিল। সেই থেকে মানবাধিকার হরণ শুরু হয়েছে। আজকে যখন বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে তার কন্যা শেখ হাসিনা দেশকে নেতৃত্ব দিয়ে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সারা বাংলাদেশে পরিবর্তন এনেছেন।

রাস্তা-ঘাট, পুল ব্রীজ, স্কুল কলেজ, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাসহ বড় বড় মেগা প্রকল্প নিয়ে যখন দেশকে উন্নয়ন করছেন। বাংলাদেশ যখন সারা দুনিয়ায় মাথা উঁচু করে দাড়িয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা বিধান করার জন্য শেখ হাসিনা দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য বিভিন্ন ভাতা ও সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করছেন।

আবার ষড়যন্ত্র করছেন ওই খুনি জিয়াউর রহমানের প্রেতাত্মা বিএনপি স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি আজকে ষড়যন্ত্র করছে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে। ক্ষুধা, দারিদ্র, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদমুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লড়াইকে স্থব্ধ করতে ওরা আজকে মিথ্যাচার করছে। মির্জা ফকরুল ইসলাম আলমগীর আাজকে মিথ্যাচার করছে। তারা আজকে উন্নয়নকে থমকে দিতে জাতীকে বিভ্রান্ত করছে।

গাংনীতে আওয়ামীলীগের কাউন্সিল

সমাবেশে দুটি পক্ষের সংঘর্ষে ৫ জন আহত

গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের ত্রিবার্ষিক কাউন্সিলের সমাবেশস্থলে দুপক্ষের নেতা কর্মীলাদের মাঝে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়েছে।
কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ সমাবেশস্থলে পৌছানোর আগে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে প্রায় ৫ জন আহত হয়েছেন।
আহতদের মধ্যে মহিবুল ইসলাম(৪৫)নামের সাবেক এক সেনা সদস্য মারাত্বক আহত হয়ে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্◌্রে ভর্তি হয়েছেন। এসময় সমাবেশস্থলে ব্যাপক চেয়ার ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে।
অঅজ রোববার (১০এপ্রিল) বেলা তিনটার সময় গাংনী হাইস্কুল মাঠে গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের ত্রিবার্ষিক কাউন্সিল উপলক্ষে আয়োজিত সমাবেশে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।
একটি সূত্র মতে জানা গেছে, কাউন্সিলের সভাপতি প্রার্থী ডাক্তার নাজমুল হক সাগর কিছু কর্মী সমর্থক সাথে নিয়ে মঞ্চের সামনে এসেই হট্টগন্ডগোল শুরু করেন। এক সময় তার কয়েক জন কর্মী বর্তমান সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকনকে উদ্যেশ্য করে নানাভাবে কটুক্তি ও গালিগালাজ করে। এসময় সংসদ সদস্যের কর্মী সমর্থকরা প্রতিবাদ করেন। এতে উভয়পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়। এসময় উচ্ছৃংখল কর্মী সমর্থকরা মঝ্চের সামনে থাকা প্রায় অর্ধ শত চেয়ার ভাঙচুর করেন। পরে গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাকসহ পুলিশের একটি টীম ঘটনাস্থল তাদের নিয়ন্ত্রণে নেন।
গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ সমাবেশস্থলে আসার আগেই স্থানীয় দুটি পক্ষের নেতা কর্মীরা সংঘর্ষে লিপ্ত হন। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে উভয়পক্ষকে শান্ত করেন। পরে আবারো সমাবেশ শুরু হয়।
এব্যাপারে আওয়ামীলীগের নেতাকর্মীরা জানান, ডাক্তার নাজমুল হক সাগর সমাবেশ স্থলে এসেই তার উচ্ছৃংখল লোকজন দিয়ে একটা অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরী করেন। তিনি তো গাংনীর রাজনীতির সাথে কখনো ছিলেন না। হঠাৎ সভাপতির পদ নেওয়ার জন্য এত উঠে পড়ে লেগেছেন উনি। মানুষের সাথে ঠিকমত না মিসেই এভাবে আওয়ামীলীগের মত একটা বৃহৎ রাজনৈতিক দলের পদ পাবেন এটা ভাবতেই তো অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে। আজকে উনি লোকজন দিয়ে যে পরিস্থিতি তৈরী করেছেন এতে করে তো আগামী দিনে একটা বাজে পরিস্থিতি তৈরী করবেন উনি।
এব্যাপারে নাজমুল হক সাগরের সাথে কথা বলার চেষ্টা করা হলে উনি

কাউন্সিল অধিবেশনে থাকায় কথা বলা সম্ভব হয়নি।
এব্যাপারে গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সভিাপতি ও মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন বলেছেন, আওয়ামীলীগ একটি বৃহৎ রাজনৈতিক দল। এখানে পদপদবীর জন্য চেষ্টা সবাই করতে পারেন।কিন্তু জনগণের পাশে না থাকলে তাদের মেনে নেবে কেনো। সভাচলাকালিন সময়ে সভাপতি প্রত্যাশী একজন প্রার্থী তার কিছু কর্মী সমর্থক নিয়ে সমাবেশ স্থলে এসেই অপ্রিতিকর পরিস্থিতি তৈরী করলেন।তার কিছু উচ্ছৃংখল লোকজন দিয়ে সমাবেশ বাঞ্চালের চেষ্টা করেছেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে আওয়ামীলীগের তৃণমুল থেকে আসা লোকজন তাদের নিবৃত্ত করেছেন। আজকের কাউন্সিল অধিবেশন সমাবেশে গাংনী থানা পাড়া এলাকার মহিবুল ইসলাম নামের সাবেক একজন সেনা সদস্য একটি উচ্ছৃংখল পরিবেশ তৈরী করলে স্থানীয় নেতা কর্মী তাকে প্রতিহত করেছে শুনেছি।

মেহেরপুর সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি চুন্নু, সাধারণ সম্পাদক মোমিন

মেহেরপুর সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে বোরহান উদ্দিন চুন্নু ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মোমিনুল ইসলাম মোমিনকে ঘোষনা করেছে কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক বিএম মোজাম্মেল হক।

শনিবার রাত সাড়ে ১১ টার দিকে মেহেরপুর কমিউনিটি সেন্টারে সম্মেলনের ২য় অধিবেশন শেষে এ ঘোষনা দেন। সভাপতি হিসেবে গোলাম রসুল ও বোরহান উদ্দিন চুন্নু এবং সাংধারণ সম্পাদক পদে শহিদুল ইসলাম পেরেশান ও মোমিনুল ইসলাম মোমিন পদ প্রত্যাশা করেন।

নতুন সভাপতি বোরহান উদ্দিন চুন্নু এর আগে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। তিনি সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। সাধারণ সম্পাদ মোমিনুল ইসলাম মোমিন বারাদি সাংগঠনিক ইউনিটের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। তিনি সদর উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান।

শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আজ সুসংগঠিত – জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন

মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন দোদুল বলেছেন এশিয়ার প্রাচীনতম রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ আজ সুসংগঠিত। দলটি আজ দূর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। শেখ হাসিনার বিচক্ষণতায় বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের প্রতিটি ইউনিট সঠিক নেতৃত্বে উঠে আসবে।
আজ শনিবার (১০ এপ্রিল) দুপুরে মেহেরপুর সদর উপজেলা আওয়ামীলীগের ত্রিবার্ষিক কাউন্সিলের উদ্বোধনী বক্তব্য রাখতে গিয়ে এসব কথা বলেন।

মেহেরপুর সদর উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি গোলাম রসুলের সভাপতিত্বে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান অতিথি হেসেবে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের খুলনা বিভাগীয় সমন্বয়ক বিএম মোজাম্মেল হক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন, আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য পারভীন জামান কল্পনা এমপি, অ্যাডভোকেট গ্লোরিয়া ঝর্ণা সরকার।
সম্মলেন উদ্বোধন করেন মেহেরপুর-১ আসমনের এমপি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন দোদুল।

উপস্থিত আছেন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক, মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক এমপি প্রফেসর আব্দুল মান্নান, জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি ও সাবেক এমপি জয়নাল আবেদীন, মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান অঢাডভোকেট মিয়াজান আলী, মেহেরপুর শহর আওয়ামীলীগের সভাপতি অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, মেহেরপুর পৌর সভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, সদর উপজেলা

আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আক্কাছ আলী, সতর উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক বোরহান উদ্দীন চুন্নু। উপস্থিত আছেন আওয়ামীলীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। সমাবেশ শেষে মেহেরপুর সদর উপজেলা আওয়ামীলীগের ত্রিবার্ষিক কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হবে।

মেহেরপুর সদর উপজেলা আওয়ামীলীগের কাউন্সিল শুরু

দীর্ঘ ৮ বছর পর মেহেরপুর সদর উপজেলা আওয়ামীলীগের ত্রি বাষিক কাউন্সিল শুরু হয়েছে। জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে হাজার হাজার নেতা কর্মী এসেছে সমাবেশস্থলে।

শহীদ সামসুজ্জোহা পার্ক এখন কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে নেতা কর্মীদের ভীড়ে। শ্লোগানে শ্লোগানে মুখরিত পার্ক । সমাবেশ স্থলে নারী নেতা কর্মীদের উপচে পড়া উপস্থিতি চোখে পড়ার মত। প্রচন্ড গরম উপেক্ষা করে তারা তাল পাখা হাতে করে বসে আছেন সমাবেশস্থলে। বিভিন্ন স্তরের নেতা কর্মীরাও এসেছেন সমাবেশে।

জাতীয় সঙ্গীতের সুরে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন এবং কবুতর উড়িয়ে সম্মেলনের উদ্বোধন করা হয়।

মেহেরপুর সদর উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি গোলাম রসুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথি হেসেবে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের খুলনা বিভাগীয় সমন্বয়ক বিএম মোজাম্মেল হক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন, আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য পারভীন জামান কল্পনা এমপি, অ্যাডভোকেট গ্লোরিয়া ঝর্ণা সরকার।

সম্মলেন উদ্বোধন করেন মেহেরপুর-১ আসমনের এমপি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন দোদুল।

উপস্থিত আছেন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক, মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক এমপি প্রফেসর আব্দুল মান্নান, জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি ও সাবেক এমপি জয়নাল আবেদীন, মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান অঢাডভোকেট মিয়াজান আলী, মেহেরপুর শহর আওয়ামীলীগের সভাপতি অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, মেহেরপুর পৌর সভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, সদর উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আক্কাছ আলী, সতর উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক বোরহান উদ্দীন চুন্নু। উপস্থিত আছেন আওয়ামীলীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। সমাবেশ শেষে মেহেরপুর সদর উপজেলা আওয়ামীলীগের ত্রিবার্ষিক কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হবে।

আগামীকাল গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলন

দীর্ঘ প্রায় আঠার বছর পর আগামী ১০ এপ্রিল হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের গাংনী উপজেলা শাখার ত্রিবার্ষিক কাউন্সিল। আওয়ামী লীগের এই ত্রিবার্ষিক কাউন্সিলকে ঘীরে উপজেলা ব্যাপি শুরু হয়েছে উৎসব মুখর পরিবেশ। চাঙ্গা হয়ে উঠেছে তৃণমুলের নেতা কর্মীরা। তবে, কাউন্সিলকে ঘীরে উৎসবের পাশাপাশি উদ্বেগ উৎকন্ঠাও রয়েছে নেতা কর্মীদের মাঝে।

গাংনী পাইলট স্কুল এন্ড কলেজ মাঠে হবে এই ত্রিবার্ষিক সম্মেলন। সেখানে চলছে নানা প্রস্তুতি। সম্মেলনকে ঘীরে ইতোমধ্যে পোস্টার-ব্যানারে ছেয়ে গেছে পুরো উপজেলা শহরসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূরর্ণ স্থান। প্রার্থীরা উপজেলা শহরের বিভিন্ন মোড়ে মোড়ে ও গৃরত্বপূর্ণস্থানে শোভা পাচ্ছে সুশোভিত তোরণ।এখন ব্যানার পোষ্টার শুধু উ্পজেলা শহর নয় বিস্তৃত হয়েছে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের গাঁড়াডোব থেকে খলিশাকুন্ডি শেষ সীমানা পর্যন্ত।ট্রাফিক আইল্যান্ড থেকে বৈদ্যুতিক তারের খুঁটি, কোথাও জায়গা খালি নেই আর। পুরো শহর এখন রঙিন বিলবোর্ডের দখলে।

গত ২০ মার্চ গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন

হওয়ার কথা থাকলেও কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক সেটি স্থগিত করা হয়েছিল। তবে কাউন্সিলকে ঘীরে ইতোমধ্যে নানা ধরণের প্রপাগন্ডাও শুরু হয়েছে। কাউন্সিল হবে নাকি সিলেকশন হবে। এনিয়েও দলের নেতা কর্মীদের মাঝে নানা বিভ্রান্ত ছড়ানো হয়েছে।

গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি-সম্পাদকসহ গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে কে কোন পদে স্থান পাচ্ছেন এ নিয়ে চলছে নানা জল্পনা- কল্পনা।

নতুন কমিটিতে সভাপতি ও সম্পাদক পদ কে পাবেন, তা নিয়ে নেতা- কর্মীদের মধ্যে চলছে আলোচনার ঝড়।

গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি পদে ৬ জন ও সাধারণ সম্পাদক পদে প্রায় ১৬ জনের নাম আলোচনায় রয়েছেন। দুএকজন বাদে কাউন্সিলরদের কাছে এসব প্রার্থীদের আলোচনায় না থাকলেও ফেষ্টুন রাস্তার মোড়ে মোড়ে দু একটা ব্যানার ফেস্টুন দিয়ে আলোচনায় আসতে চাচ্ছেন।

সভাপতি পদের জন্য ‘হেভিওয়েট’ প্রার্থী দলের বর্তমান সভাপতি ও মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের মহিলা বিষয়ক সম্পাদক নুরজাহান বেগম, গাংনী পৌর সভার মেয়র আহম্মেদ আলী, ডাক্তার এএসএম নাজমুল হক, সাবেক ছাত্রনেতা রিয়াজ উদ্দীন।

সাধারণ সম্পাদক পদে যাদের নাম শোনা যাচ্ছে তারা হলেন, উপজেলা আওয়ামী লীগের বর্তমান সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মখলেছুর রহমান মুকুল, গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সাংগাঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জামান মাষ্টার, নজরুল ইসলাম, গাংনী পৌর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবু, গাংনী উপজেলা সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মুনতাজ আলী, গাংনী উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমীন, গাংনী উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট রাশেদুল হক জুয়েল, গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান একেএম শফিকুল আলম, জেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন, রাইপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি শামসুজ্জামান মঙ্গল, আওয়ামী লীগ নেতা জাহাঙ্গীর আলম বাদশা, সাবেক ছাত্র নেতা সবুক্তাগীন মাহমুদ পলাশ, সাবেক ছাত্রলীগ নেতা নুরুল ইসলাম রিন্টু চৌধুরী।

কাউন্সিল নিয়ে গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের বর্তমান সভাপতি ও মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিুদুজ্জামান খোকন বলেছেন, দীর্ঘদিন পরে ১০ এপ্রিল গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের ত্রি বার্ষিক কাউন্সিল। বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগসহ সহযোগী সকল সংগঠণ বঙ্গবন্ধুর সকল সৈনিকদের প্রতি আহবান একটি উৎসব মুখর পরিবেশে এই কাউন্সিল অনুষ্ঠিত করার জন্য সকলের সহযোগীতা কামনা করছি।

এক প্রশ্নের জবাবে এমপি খোকন বলেন, কাউন্সিলরদের প্রত্যক্ষ ভোটেও কমিটি হতে পারে। মাননীয় নেত্রীর বিশেষ নির্দেশনায়ও কমিটি হতে পারে। দুটোই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে পড়ে। যেটিকে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ অনুস্বরণ করবে আমরা সেটিই মেনে নেবো। তবে আমরা চাই কাউন্সিলরদের প্রত্যক্ষ ভোটেই গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের নেতৃত্ব নির্বাচিত হোক। গাংনীর সকল কাউন্সিলর যেনো তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে নেতা নির্বাচন করতে পারে। এতে নেতারাও যাতে তাদের কর্মীদের প্রতি দায়দায়ীত্ব থাকেন। এবং কর্মীরাও যেনো একটা তৃপ্তি নিয়ে বাড়ি যেতে পারে। কাউন্সিলের পরিবেশ ভাল আছে দাবী করে তিনি বলেন সু শৃংখলভাবেই ত্রিবার্ষিক কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হবে।

কাউন্সিলের সভাপতি প্রার্থী ডাক্তার এএসএম নাজমুল হক সাগর বলেন, আমি চিকিৎসা পেশায় থাকলেও জনগণের পাশে ছিলাম। জনগণের দাবীর কারনেই চাকরী থেকে পদত্যাগ করে জনগণের কাতারে এসেছি। করোণা কালিন সময়ে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও চিকিৎসা সেবা দিয়েছি। জনগণের স্বার্থে মনে প্রাণে এসব করেছি।

ত্রিবার্ষিক কাউন্সিল নিয়ে সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী একেএম শফিকুল আলম বলেছেন গাংনীতে ত্রিবার্ষিক কাউন্সিলের মধ্য দিয়ে একটি নতুন নেতৃত্ব আসবে। এটি আওয়ামীলীগের নেতা কর্মীদের জন্য একটি আনন্দের বিষয়।আওয়ামীলীগের মধ্যে যে স্থবিরতা দেখা দিয়েছে সেটা প্রাণচাঞ্চল্যে ভরে উঠবে। এই কাউন্সিলের মাধ্যমে বিভেদহীন ঐক্যবদ্ধ একটি আওয়ামীলীগের কমিটি হবে। আমি হাইব্রীড নেতা নই। আমার বিরুদ্ধে কোনো বিতর্কও নেই। আমার রক্তে আওয়ামীলীগ আছে।ছাত্র জীবন থেকে ছাত্রলীগ ও আওয়ামীলীগের সাংগাঠনিক বিভিন্ন দায়ীত্ব পালন করেছি। আমার কাছে ব্যার্থতা ছিলনা।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে আওয়ামীলীগের কয়েকজন ইউনিট সভাপতি জানান, আওয়ামীলীগ তৃণমুলের নেতা কর্মীদের দল। এখানে হাইব্রীড

জাতীয় কোনো লোক বা বসন্তের কোকিল জাতীয় কোনো ব্যাক্তিকে মেনে নেওয়া হবেনা। যারা দীর্ঘদিন যাবৎ নেতা কর্মীদের পাশে থেকে আওয়ামীলীগকে সুসংগঠিত করেছে আমরা তাদেরই নেতা হিসেবে পেতে চাই।

আওয়ামী লীগের এই কাউন্সিলে গাংনী পৌর ইউনিট ও ৯ টি ইউনিয়ন ইউনিটের মোট কাউন্সিলর ৩১১ জন, গাংনী উপজেলা আওয়ামী সম্মেলনে কণ্ঠভোটোর মাধ্যমে আগামীর নেতা নির্বাচন করবেন।

আগামীকাল মেহেরপুর সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলন

৮ বছর পর আগামীকাল ৯ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে মেহেরপুর সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন। প্রথম পর্বে সম্মেলন এবং ২য় পর্বে অনুষ্ঠিত হবে কমিটি গঠন। সম্মেলনের বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক বিএম মোজাম্মেল হক ও নির্বাহী সদস্য পারভিন আক্তার কল্পনা অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গেছে।

বর্তমান সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপদি ও জেলা পরিষদেও চেয়ারম্যান গোলাম রসুল আবার সভাপতি পদে প্রার্থীতা ঘোষনা করেছেন। অপরদিকে বর্তমান সাধারণ সম্পাদক ও আমঝুপি ইউনিয়ন চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দিন চুন্নুও সভাপতি প্রার্থী হচ্ছেন বলে শোনা যাচ্ছে। সভাপতি পদে এই দুজননের নামই শোনা যাচ্ছে। সাধারণ সম্পাদক পদে শোনা যাচ্ছে চারজনের নাম। এর মধ্যে জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান, বামন্দী ইউনিয়নের সাংগঠনিক সভাপতি মোমিন উদ্দিন, বুড়িপোতা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও বুড়িপোতা ইউনিয়ন চেয়ারম্যান শাহজামান, বুড়িপোতা ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি আমিরুল ইসলাম।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগ দুটি গ্রুপে বিভক্ত হওয়ায় দুটি গ্রপই আলাদা আলাদা প্রার্থী নিয়ে দলীয় লবিং চালিয়ে যাচ্ছেন।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ও জেলা পরিষদের সাবেক

প্রশাসক অ্যাড. মিয়াজান আলী, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম, সদও উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম রসুল, মেহেরপুর পৌর মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহবায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন, যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান রয়েছেন একটি গ্রুপে।

অপর গ্রুপে রয়েছেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন এমপি, সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, সহসভাপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. ইব্রাহীম শাহিন, সদর উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক বোরহান উদ্দিন চুন্নু, পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আক্কাস আলী রয়েছেন অপর গ্রুপে।

প্রথম গ্রুপ ইতোমধ্যে সভাপতি পদে সদর উপজেলার বর্তমান সভাপতি গোলাম রসুল ও সাধারণ সম্পাদক পদে জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশানের নাম ঘোষনা করে তাদের নেতৃত্বে সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের কমিটি গঠনের লক্ষে দলীয় নেতাকর্মীদেও সাথে লবিং করে চলেছেন।

অপরদিকে, প্রতিমন্ত্রী সমর্থিত গ্রুপের কারো নাম সেভাবে শোনা না গেলেও সভাপতি হিসেবে বোরহান উদ্দিন চুন্নুর নাম অনেকটাই পরিস্কার হয়েছে বিভিন্ন সূত্র থেকে।

মেহেরপুর জেলা যুব লীগের আহবায়ক ও পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, আমাদের মধ্যে থেকে সভাপতি পদে গোলাম রসুল এবং সাধারণ সম্পাদক পদে শহিদুল ইসলাম পেরেশানের জন্য কাজ করছি।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি অ্যাড. মিয়াজান আলী বলেন, কমিটি গঠণের ক্ষেত্রে ধারণা করা যাচ্ছে সিলেকশনের মাধ্যমেই কমিটি গঠন হবে। তবে কারা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী হচ্ছে সবগুলোর কথা না জানতে পারলেও আমরা সভাপতি পদে গোলাম রসুল ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে শহিদুল ইসলাম পেরেশানকে ঘোষনা দিয়ে কাজ করছি। এখন কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কারা নেতৃত্বে আসবেন তা সম্মেলনের পরেই পরিস্কার হবে।

তবে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেকের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে তিনি ফোন রিসিভ না করায় কথা বলা সম্ভব হয়নি।

কথা হয় মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের অন্যতম নেতা ও সাবেক ছাত্র নেতা আমিনুল ইসলাম খোকনের সাথে, তিনি বলেন, সভাপতি পতে বোরহান উদ্দিন চুন্নু ইচ্ছা পোষণ করেছেন। তবে আমাদেও সিদ্ধান্ত এখনো হয়নি। আজ রাতে (গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে) সিদ্ধান্ত হবে কে কে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে প্রার্থী হচ্ছে।

মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের ৪ নেতার বহিস্কারাদেশ প্রত্যাহার

মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ ইমরান হাবিব, সহসভাপতি মাহমুদ হাসিবসহ চার নেতার বহিস্কারাদেশে প্রত্যাহার করেছে কেন্দ্রীয় কমিটি।

আজ ৬এপ্রিল বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি আল-নাহিয়ান খান জয় ও সাধারণ সম্পাদক লেখক ভট্টাচার্য স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বাকি দুজন হলেন- মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো: আল মোস্তাকিম ও গাংনীর কাথুলী ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মো: মানিক।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, তাদের নিজ আবেদনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় সংসদ থেকে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

প্রতিক্রিয়ায় সহসভাপতি মাহমুদ হাসিব জানান, সত্যের জয় হয়েছে। আমরা বাবার হাত ধরে আওয়ামী লীগের মিটিং মিছিলে এসেছি। আওয়ামী লীগকে বুকে লালন করে রাজনীতি করি। হাইব্রিডরা আওয়ামী লীগে এসে আমাদের বিরুদ্ধে যড়যন্ত্র করে আমাদের বহিস্কার করা হয়েছিলো। আমাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে বর্তমান কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক তদন্ত করে সত্যতা পেয়ে আমাদের বহিস্কারাদেশ প্রত্যাহার করে নেওয়ায় আমরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

বেগমপুরে বিএনপির ওয়ার্ড কমিটি গঠনে হাতাহাতি, আহত-৩! কমিটি স্থগিত

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুরে বিএনপির ওয়ার্ড কমিটি গঠনেকে কেন্দ্র করে দুটি প্যানেলের হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছে।

উক্ত ঘটনায় আহত হয়েছে তিন জন। এঘটনায় কমিটি ঘোষণার পরিবর্তে স্থগিত করে ফিরেছে দর্শনা থানা কমিটির নেতৃবৃন্দরা।

জানাগেছে, বুধবার চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ড বিএনপি’র কমিটি গঠনের দিন ধার্য ছিলো। সে অনুযায়ী বিকাল ৪টার দিকে বেগমপুর ইউনিয়ন পরিষদে চত্বরে কমিটি গঠনের লক্ষে বিএনপি নেতা হানিফ আলীর সভাপতিত্ব বসে কমিটি গঠনে বৈঠক।

কমিটির পদপদবী পাওয়ার জন্য ওয়ার্ডের শফি ও জাফর প্যানেল জিল্লুর ও মোস্তফা প্যানেল দু’টি ভাগে বিভক্ত হয়ে দলীয় নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে সমাবেশ স্থলে অবস্থান নেয়।

আলোচনা শেষে কমিটি গঠনে মাঠ পর্যায়ে জনসমর্থনের দাবি তোলে ওয়ার্ডের নেতাকর্মীরা। এসময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রধান সনম্বয়কারী খাজা আবুল হাসনাত ৫ জন নিয়ে আলোচনা করে কমিটির নাম ঘোষনা করার প্রস্তাব রাখেন।

এ কথা শুনা মাত্রই নেতাকর্মীর দিক থেকে শফি ও জাফর প্যানের সংখ্যায় বেশি হওয়ায় হট্রোগোলের পথ বেঁছে নেয় জিল্লু-মোস্তফা সমর্থকেরা। সমাবেশ স্থলে দু’পক্ষের মধ্যে শুরু হয় উত্তেজনা।

এরই একপর্যায় উভয়ের মধ্যে হাতাহাতি ও টেবিল-চেয়ার ভাংচুরের ঘটনা ঘটে। এতে বেগমপুরের ইদবারের ছেলে আকিদুল ও নায়েব আলীর ছেলে স্বপন সহ আহত হয় তিন জন। এ

সময় পরিস্থিতি বেগতিক বুঝতে পেরে ৫ দিনের সময় নিয়ে কমিটি গঠন স্থগিত ঘোষনা করেন সমন্বয়কারী খাজা আবুল হাসনাত।

ব্যাপারে সমন্বয় টিমের সদস্য আসলাম উদ্দিন বলেন, এখন ব্যস্ত আছি পরে কথা বলছি। পরে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে তার ফোন বন্ধ

পাওয়া যায়।

খাজা আবুল হাসনাত বলেন, আমার উপস্থিতিতে কেউ মারামারি করেনি। বিএনপি একটি বৃহত্তর সংগঠন এখানে প্রতিযোগিতা থাকবে। বর্তমানে ওই কমিটি গঠন স্থগিত করা হয়েছে।

মেহেরপুরে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিএনপির স্মারকলিপি

মেহেরপুরে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেছে জেলা বিএনপি।

আজ মঙ্গলবার সকালে জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আব্দুর রহমান ও ইলিয়াস হোসেনের নেতৃত্বে বিএনপির নেতৃবৃন্দরা এ স্মারকলিপি তুলে দেন।

এসময় পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, সহ-সভাপতি হাবিব ইকবাল, যুগ্ম সম্পাদক মনিরুল ইসলাম মনি, সদর সাংগঠনিক সম্পাদক সাহাবুদ্দিন মোল্লা, সভাপতি, জেলা মহিলা দলের সভানেত্রী সাইয়্যেদুন নেছা নয়ন, জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি সাঈদুর সজন, পৌর যুবদলের সদস্য সচিব নওশেল আহম্মেদ রনি।

স্মারকিলিপিতে বিএনপি জানায়, সবজিসহ প্রত্যেকটি জিনিস এই ভরা মওসুমে বহুগুন বৃদ্ধি পেয়েছে। জ্যামিতিক হারে এই দাম বৃদ্ধি সরকারের গণবিরোধী নীতির বর্ধিত প্রকাশ। হরিলুট, টাকা পাচারসহ সীমাহীন দুর্নীতির মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতির ভয়াবহ ক্ষতি করে দফায় দফায় বিদ্যুৎ, জ্বালানী তেল, গ্যাস ও পানির দাম বৃদ্ধি করেছে আওয়ামী সরকার। এই বৃদ্ধির ‘চেইন রিঅ্যাকশন হিসাবেই নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম হু হু করে বাড়ছে। গত ১০ বছরে বিদ্যুতের দাম বেড়েছে ৮২ শতাংশ এবং পানির দাম বেড়েছে ২৬৪ শতাংশ। এই দাম বৃদ্ধি নজীরবিহীন ও অস্বাভাবিক। জনগণের নির্বাচিত সরকার থাকলে এই ধরণের সীমাহীন দাম বৃদ্ধি পেতো না। জবাবদিহিতা নেই বলেই দাম

বৃদ্ধির পেছনে অনৈতিক সিন্ডিকেট কাজ করছে। ক্ষুধা ও অনাহারে ক্লিষ্ট জনগণের জীবনকে ঝুঁকির মধ্যে নিপতিত করেছে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী, যেন সরকারের কোন দায় নেই। সারাদেশে দুর্ভিক্ষের ছায়া প্রতিদিনই বিস্তৃত হচ্ছে।

এছাড়া গাড়ীভাড়া, বাড়ীভাড়াসহ জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়ছে লাগামহীনভাবে। এমনিতেই কর্মসংস্থান নেই, তার ওপর নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধিতে নাভিশ্বস সাধারণ মানুষের। মধ্যম ও নিম্ন আয়ের মানুষকে পথে বসিয়ে দিচ্ছে। অভাবের তাড়নায় মা সন্তান বিক্রি করছে, কেউ কেউ আত্মহত্যা করছে। চৈত্রের তীব্র রোদের মধ্যে দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে টিসিবি থেকে তুলনামূলক কম মূল্যে নিত্যপণ্য কেনার জন্য ক্রেতাদের উপচে পড়া ভীড়ে বোঝা যায় বর্তমান পরিস্থিতি কত ভয়াবহ। চাহিদার তুলনায় পণ্য কম থাকায় দুই/তিন ঘন্টার মধ্যে শেষ হয়ে যায় বিক্রি এবং তারপরে পণ্য কিনতে আসা ক্রেতারা খালি হাতেই ফিরে যান। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে অতি দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির পক্ষ থেকে আহবান জানাচ্ছে।